গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট
৩৪২/১, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।
www.cbc.gov.bd

অফিস আদেশ

নথি নং-৫(১৩)০১/ইপিজেড/পত্র যোগাযোগ/২০১৩/১৩৯৫৪ তারিখঃ ১৪/১১/২০২১ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ ইপিজেডভুক্ত প্রতিষ্ঠানে **ASYCUDA World System** এর মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম সম্পন্নকরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, এ দপ্তরের আওতাধীন ইপিজেড বিভাগের কার্যক্রম স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও গতিশীলতা আনয়নে চলমান আমদানি রপ্তানি কার্যক্রম ASYCUDA World System এর মাধ্যমে সম্পন্নের লক্ষ্যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। সে প্রেক্ষিতে নিম্নবর্ণিতভাবে কার্যক্রম গ্রহণের অনুরোধ করা হলোঃ

১.১। ইপিজেড এলাকায় পণ্য আমদানিঃ-

ক) কাস্টমস স্টেশন অথবা কাস্টমস হাউস দিয়ে বহিঃ বাংলাদেশ হতে ইপিজেড এলাকায় পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কাস্টমস হাউস/স্টেশন এর বিল অব এন্ট্রি'র মাধ্যমে পণ্য ইপিজেড এলাকায় প্রবেশ করানো যাবে। তবে শর্ত থাকে যে, বেপজা কর্তৃক প্রণীত সফটওয়্যার এর মাধ্যমে বেপজা ও কাস্টমস কর্তৃপক্ষের অনুমোদনপূর্বক গেইট পাশ ইস্যুর পর আমদানিকারক ইপিজেড এলাকায় সংশ্লিষ্ট পণ্য প্রবেশ করাতে পারবে। এক্ষেত্রে নতুন করে ইপিজেডস্থ কাস্টমস এর নিকট ASYCUDA World System এ বিল অব এন্ট্রি দাখিলের প্রয়োজন নেই।

খ) Domestic Tariff Area (DTA) হতে ইপিজেডস্থ কোন প্রতিষ্ঠানে পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আমদানিকারক সেই কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট ASYCUDA World System এ বিল অব এন্ট্রি দাখিল করতে হবে।

গ) একই ইপিজেডস্থ কোন প্রতিষ্ঠান হতে উক্ত ইপিজেডস্থ ভিন্ন কোন প্রতিষ্ঠানে পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সংশ্লিষ্ট কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট ASYCUDA World System এ বিল অব এন্ট্রি দাখিল করতে হবে।

ঘ) ইপিজেডস্থ প্রতিষ্ঠান হতে ভিন্ন কোন ইপিজেডস্থ প্রতিষ্ঠানে পণ্য রপ্তানির (সরবরাহ) ক্ষেত্রে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানটি তার ASYCUDA World System এ বিল অব এন্ট্রি দাখিল করিবে। তবে শর্ত থাকে যে, যদি উক্ত রপ্তানি সংশ্লিষ্ট ইপিজেড এ ASYCUDA World System কার্যকর না থাকে তবে রপ্তানিকারক সংশ্লিষ্ট কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট বিল অব এক্সপোর্ট দাখিল করিতে হইবে। উল্লেখ্য এক্ষেত্রে প্রযোজ্য শুল্ক-করাদি ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে হিসাব করে সংশ্লিষ্ট কোডে জমাপ্রদান নিশ্চিত করতে হবে।

১.২ ইপিজেড এলাকা হতে পণ্য রপ্তানি ঃ-

ক) ইপিজেডস্থ কোনো প্রতিষ্ঠান বহিঃ বাংলাদেশে সরাসরি পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে রপ্তানি বন্দর সংশ্লিষ্ট কাস্টমস হাউস/স্টেশন এর ASYCUDA World System এ বিল অব এক্সপোর্ট দাখিলের মাধ্যমে পণ্য রপ্তানি করতে হবে। এতদ বিষয়ে অন্যান্য কাস্টমস আনুষ্ঠানিকতা প্রতিপালন করতে হবে।

খ) ইপিজেড এলাকা হতে স্থানীয় ট্যারিফ এলাকা (Domestic Tariff Area) তে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে ইপিজেডস্থ কাস্টমস এর নিকট স্থানীয় ট্যারিফ এলাকায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ASYCUDA World System এ বিল অব এক্সপোর্ট দাখিল করা যৌক্তিক হলেও পরিশোধযোগ্য শুল্ক-কর হিসাবের জটিলতা নিরসনে এক্ষেত্রে স্থানীয় ট্যারিফ এলাকার আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিল অব এন্ট্রি দাখিল করতে হবে।

১.৩ শর্ট শিপমেন্ট এর ক্ষেত্রে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমঃ-

ক) সেলস কন্ট্রাক্ট বা মাস্টার এলসি বিপরীতে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম পরিচালনায় শর্ট শিপমেন্ট প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে প্রত্যেক শর্ট শিপমেন্ট এর জন্য আলাদা আলাদা বিল অব এন্ট্রি/বিল অব এক্সপোর্ট ASYCUDA World System এ দাখিল করতে হবে।

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
উপ-কমিশনার
কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা।

১.৪ পরীক্ষণঃ-

ক) Domestic Tariff Area (DTA) এর সাথে সংশ্লিষ্ট আমদানি-রপ্তানি পণ্যের পরীক্ষণ সংশ্লিষ্ট ইপিজেডস্থ বন্ড কর্মকর্তাগণ কর্তৃক সম্পন্ন করতে হবে এবং EPZ এর ক্ষেত্রে Intrazone এবং Intrerzone আমদানি রপ্তানির জন্য একই বিধান প্রযোজ্য হবে।

বিল অব এন্ট্রি/বিল অব এক্সপোর্ট সংশ্লিষ্ট ইনভয়েস এবং ডিটেইলস প্যাকিং লিস্ট (লিয়েন ব্যাংক কর্তৃক প্রত্যায়িত) এর সাথে আইজিএম/ইজিএম-এ উল্লিখিত তথ্য আড়াআড়ি মিলিয়ে পণ্য পরীক্ষণ করতে হবে।

১.৫ শুল্কায়নঃ-

ক) বিল অব এন্ট্রি/বিল অব এক্সপোর্ট দাখিলের জন্য নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবেঃ

(১) কোন বিল অব এন্ট্রি/বিল অব এক্সপোর্ট দাখিলের পূর্ববর্তী ২৪ ঘন্টার মধ্যে যে কোন সময়ে অনলাইনে আমদানি মেনিফেস্ট (আইজিএম) বা রপ্তানি মেনিফেস্ট (ইজিএম) দাখিলের ব্যবস্থা করতে হবে। এ ধরণের আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে পণ্যবাহী যানবাহনের নম্বর সম্বলিত ডেলিভারী চালানই আইজিএম/ইজিএম হিসেবে বিবেচিত হবে।

(২) আইজিএম/ইজিএম সংক্রান্ত BL/AWB/TR/RR/ Ref No ফিল্ড এর বিপরীতে ট্রাক চালান নম্বর উল্লেখ করতে হবে।

(৩) আইজিএম/ইজিএম এর Goods details অংশে Total Containers এর ফিল্ডে পণ্যের বিস্তারিত বর্ণনা এবং প্যাকেজের সংখ্যা উল্লেখ করতে হবে।

(৪) আইজিএম/ইজিএম এর Way Bill অংশে Container এর ফিল্ডে ট্রাক/কাভার্ড ভ্যানের লাইসেন্স নম্বর ও প্যাকেজের সংখ্যা নির্ভূলভাবে উল্লেখ করতে হবে।

(৫) বিল অব এন্ট্রি/বিল অব এক্সপোর্টে পণ্য বহনকারী ট্রাক বা কাভার্ড ভ্যানের নম্বর এবং সকল পণ্যের বর্ণনা ও এইচএস কোড উল্লেখ করতে হবে।

খ) আমদানির ক্ষেত্রে আবশ্যকীয় দলিলাদি যেমন- বেপজার আইপি, ইনভয়েস, প্যাকিং লিস্ট, বিল অব লেডিং, বিবিএলসি, ইউপি, মূসক নিবন্ধন পত্র ও প্রযোজ্য অন্যান্য দলিলাদি যাচাই সাপেক্ষে সংশ্লিস্ট বন্ড কর্মকর্তা কর্তৃক শুল্কায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

গ) রপ্তানির ক্ষেত্রে আবশ্যকীয় দলিলাদি যেমন- বেপজার ইপি, ক্রয়াদেশ, বিক্রয়াদেশ, ইনভয়েস, প্যাকিং লিস্ট, পাশ বুক, বিবিএলসি, ইএক্সপি, ডেলিভারী চালান, কনজাম্পশন শীট ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দলিলাদি যাচাই সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট বন্ড কর্মকর্তা কর্তৃক রপ্তানি পণ্যের শুল্কায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

ঘ) পণ্য পরীক্ষণের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে যথা সম্ভব দ্রুততম সময়ে পণ্য শুল্কায়ন করতে হবে।

ঙ) ইপিজেড হতে স্থানীয় ট্যারিফ এলাকা/অন্য ইপিজেডে পণ্য সরবরাহের সময় বিল অব এক্সপোর্টের সাথে সংশ্লিষ্ট বিল অব এন্ট্রিতে উল্লিখিত তথ্য আড়াআড়ি যাচাই করতে হবে।

চ) একই যানবাহনের একাধিক আমদানিকারকের পণ্য খালাস করা হলে প্রতিটি আমদানিকারকের পণ্য এলসিএল হিসেবে কার্গো বিবেচনা হবে। তবে কুরিয়ার সার্ভিসের ক্ষেত্রে প্রতিটি পণ্যের মোড়কের গায়ে অমোচনীয় কালিতে প্রাপকের নাম, ঠিকানা, পণ্যের বিবরণ, ওজন ইত্যাদি তথ্য সংযুক্ত করে প্রেরণ করবে এবং একাধিক আমদানিকারকের ক্ষেত্রে একটি ডেলিভারী চালান বা আমদানি মেনিফেস্টের অর্ন্তগত সকল পণ্য চালানের ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক বিল অব এন্ট্রি দাখিল করতে হবে।

১.৬ বর্জ্য ব্যবস্থাপনাঃ-

যদি কোন বর্জ্য ইপিজেড হইতে অপসারণের প্রয়োজন হয় তবে তা ইপিজেডভুক্ত সংশ্লিষ্ট বন্ড কর্মকর্তাগণ কর্তৃক শুল্কায়ন ও পরীক্ষণ সম্পন্ন করতে হবে এবং ASYCUDA World System এ প্রতিষ্ঠানভিত্তিক পৃথক বিল অব এক্সপোর্ট দাখিল করতে হবে। প্রয়োজনীয় শুল্ক-করাদি ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে হিসাব করতঃ যথাযথ কোডে জমাপ্রদান নিশ্চিত করতে হবে।

১.৭ গেইট পাশঃ-

বহিঃ বাংলাদেশ এবং স্থানীয় আমদানি রপ্তানির ক্ষেত্রে পণ্য ইপিজেডের অভ্যন্তরে প্রবেশ এবং অভ্যন্তর থেকে বর্হিগমণের সময় ইপিজেডস্থ বন্ড কর্মকর্তা কর্তৃক গেইট পাশ ইস্যু করতে হবে।

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
উপ-কমিশনার
কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা।

১.৮ বন্ড রেজিস্টার ব্যবস্থাপনাঃ-

ইন টু বন্ড পদ্ধতিঃ- আমদানিকৃত বা সংগৃহীত পণ্য পরীক্ষন ও শুল্কায়ন সম্পন্ন হওয়ার পর আমদানি দলিলাদির সাথে পণ্যের সঠিক প্রাপ্তি সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করে লাইসেন্সি ও বন্ড অফিসার কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরপূর্বক ইন টু বন্ড করতে হবে।

এক্স বন্ড পদ্ধতিঃ- রপ্তানিতব্য বা সরবরাহকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে বিল অব এক্সপোর্টসহ রপ্তানি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দলিলাদি যাচাইপূর্বক পরীক্ষণ ও শুল্কায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার পর বন্ড অফিসার কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরপূর্বক এক্স বন্ড সম্পন্ন করতে হবে।

০২। The Customs Act, 1969 এর Section 219B এর ক্ষমতাবলে এ আদেশ জারি করা হলো যা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

০৩। এতদসংশ্লিষ্ট জারিকৃত অন্যান্য বিধানের সাথে আলোচ্য কার্যক্রম/পদ্ধতি অসামঞ্জস্যপূর্ণ হলে এ আদেশের বিধান প্রাধান্য পাবে।

[কাজী মোস্তাফিজুর রহমান]
কমিশনার
কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা।

নথি নং-৫(১৩)০১/ইপিজেড/পত্র যোগাযোগ/২০১৩/১৩৯৫৪ ( ) তারিখঃ ১৪/১১/২০২১ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতি ও পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়): -

০১। সদস্য (কাস্টমস, রপ্তানি ও বন্ড), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
০২। সিস্টেম ম্যানেজার, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।
০৩। কমিশনার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, চট্টগ্রাম।
০৪। অতিরিক্ত কমিশনার-১/২, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা।
০৫। সিস্টেম এনালিস্ট, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা।
০৬। যুগ্ম কমিশনার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা।
০৭। দ্বিতীয় সচিব (কাস্টমস, রপ্তানি ও বন্ড), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
০৮। জেনারেল ম্যানেজার, বেপজা, আদমজী ইপিজেড, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ।
০৯। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, ক্যাস্টমস ক্লিয়ারিং এন্ড ফরোয়ার্ডিং এসোসিয়েশন, কাস্টম হাউস, ঢাকা।
১০। ম্যানেজার, সোনালী ব্যাংক লিঃ, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ।
১১। সহকারী/উপ কমিশনার (সকল), কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা।
১২। নোটিশ বোর্ড।

[মোঃ জাহাঙ্গীর আলম]
উপ-কমিশনার
কমিশনারের পক্ষে